মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ হাজার কৃষককে এই সুবিধা দেওয়া হবে। প্রতিজন কৃষককে ১ কেজি পেঁয়াজের বীজ, ২০ কেজি এমওপি সার, ২০ কেজি ডিএপি সার এবং বালাইনাশক বাবদ ৩৫৫ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুজিবনগর এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, মজনুর প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হবেন এবং স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে একদিকে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন, অন্যদিকে দেশের আমদানি নির্ভরতা কমবে।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানিয়েছে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড

বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় শ্যামপুর ক্লাব বাজার প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ফজলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা হাজী আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা পাঞ্জাব হোসেন ও বিএনপি নেতা আমিজুর রহমান।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, বিএনপি নেতা শামসুর রহমান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বক্তারা নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ও তৃণমূলমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, বন্দর মধ্যপাড়ার মোঃ রজব আলীর ছেলে

মোঃ হাসানুল ওরফে হাসা (৪৪), ক্যাশবপাড়ার মোঃ খোদা বক্সের ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪২), আমঝুপির খোদাবক্রের ছেলে মোঃ আঃ করিম, রাধাকান্তপুর গ্রামের মোঃ মোকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান আলী (৩৪), ক্যাশবপাড়ার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইন উদ্দিন তিস্ত ওরফে মহিত (২৫/২৬) ও নতুন শেখ পাড়ার মোঃ মইনুল হোসেনের ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন (২৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে একজন নারীসহ গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে একজন নারীসহ ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের লিটনের ছেলে মোঃ মুন্না (২০), আঃ মজিদের ছেলে মোঃ মিনজারুল ইসলাম (৩৫), অলিনগর গ্রামের মোঃ সুলতান মাহমুদের ছেলে মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৩৯), চিৎলা মধ্যপাড়ার হোচেন আলীর ছেলে মোঃ হাসমত আলী (৩০) ও দিঘলকান্দী গ্রামের মৃতঃ ফোরকান আলীর মেয়ে মোছাঃ নাজেরা বেগম (৩৭)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

[redacted]

[redacted]

ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখার সম্মেলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মেহেরপুর জেলা কমিটির ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার দিকে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড লুনা নূর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক কমরেড ইদ্রিস আলী।

জেলার সকল কমরেডদের উপস্থিতিতে পার্টির আসন্ন জাতীয় কংগ্রেসের জন্য তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তারা হলেন কমরেড মো: শহিদুল ইসলাম কানন, অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান ও মো: সিদ্দিকুর রহমান।

একই সঙ্গে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হয়েছেন মো: মোশারফ হোসেন (মুসা করিম), সাধারণ সম্পাদক মো: শহিদুল ইসলাম কানন, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।
সদস্যরা হলেন সিদ্দিকুর রহমান, মহামুদুল হক, রফিক উদ্দীন, মুখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জালাল উদ্দীন এবং মহাদেব সাহা।

তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন সেই শিক্ষক মিন্টু

এ সপ্তাহে তদন্তের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন আলোচিত শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু। “নারী সহকর্মীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, ডেপুটেশনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার খায়েশ মিন্টুর শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠণ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহা. হাফিজুর রহমানকে।

জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টুর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অনিয়ম ও অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। শফিকুল ইসলাম মিন্টু বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি এবং প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শফিকুল ইসলাম মিন্টু নিয়মিত স্কুল না উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে বেশি সময় কাটান এবং বিভিন্ন বিষয়ে দালালি করেন। তিনি একটি কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, যা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী। বেলতলা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন নিয়ে জোর করে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও সরকারি বিধি অনুযায়ী ডেপুটেশনপ্রাপ্ত শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার বিধান নেই।

কিন্তু তিনি শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সুপারিশ নিয়ে ডেপুটেশন নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দায়িত্ব না পেয়ে তিনি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একজন নারী হয়েও তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা চাকরিবিধি ও শিষ্টাচারবহির্ভুত। এবং তিনি সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি বলে নিজেকে বিভিন্ন স্থানে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ ধরণের একজন শিক্ষকের কাছে থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিক্ষা গ্রহণ

করবেন সে নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং শিক্ষক সমাজকে অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করাচ্ছেন ওই শিক্ষক।

তদন্ত কমিটির প্রধান মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহা. হাফিজুর রহমান বলেন, এ সপ্তাহেই নতুন করে করে তদন্তের জন্য চিঠি ইস্যূ করা হবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন, এ সপ্তাহের রবিবারেই আমি তদন্তকর্মকর্তাকে তাগাদা দেবো যাতে দ্রুত তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেন।

কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ-গাংনী ঝোরপাড়া গ্রাম

“কাঁদা মাড়িয়ে প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামের সহাস্রাধিক মানুষকে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছ থেকে আশ্বাসের বাণী মিলেছে বহুবার, কিন্তু মেলেনি একটি পাকা রাস্তা।” জানা গেছে, “দীর্ঘদিন ধরে মাত্র চার কিলোমিটার সড়কটি পাকাকরণের দাবিতে জনপ্রতিনিধি ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসি।

কিন্তু আশ্বাসেই আটকে আছে ঝোরপাড়া গ্রামের রাস্তা উন্নয়নের সেই প্রতিশ্রুতি। ঝোড়পাড়া গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ”কাঁদার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না এই গ্রামের শতাধিক শিক্ষার্থী। ফসল ঘরে তুলতেও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কৃষকদের। এলাকাবাসির জানান, রাস্তাঘাটের এই দুরবস্থার কারণে অসুস্থ মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।”

দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে ঘুরে কোনো কাজ হয়নি তাদের। একারণে “আজ শুক্রবার বিকেলে একটি পাকাপাকা রাস্তার দাবিতে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা। এসময় প্রতিবাদ জানাতে সড়কের ওপরেই ধান রোপণ করেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, আমরা বারবার বলছি, ধর্ণা দিচ্ছি, কিন্তু এখনো কোনো কাজ হয়নি এই রাস্তায় হাঁটাচলা করা আমাদের জন্য একেবারেই কষ্টকর।” ঝোড়পাড়া গ্রামের সায়েম হোসেন বলেন, “আমরা বারবার ধর্ণা ধরেছি কোনো কাজ হয়নি। রাস্তা না হওয়ার কারণে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তাটি পাকা করণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে জরিপ করে একটি আইডি (যার নং ২৫৭৪৭৫২২৬) অথচ, রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালিন সময়ে রাস্তাটি পাকাকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের এমপি ও স্থানীয় কয়েকজন নেতা রাস্তার বরাদ্দ কেটে নিয়ে অন্য স্থানে রাস্তা নির্মাণ করেছে।

অথচ, এই রাস্তাটি দিয়ে এলাকার ৪/৫ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তাদের ফসল তোলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কাজ করে থাকেন। স্কুল ছাত্রী আসমানি খাতুন ও ইরানী জানান, “রাস্তায় কাদার কারণে আমাদের স্কুলে যাওয়া হয় না, কাঁদা মাড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের পোশাক ও বই খাতা ভিজে যায়।রাস্তাটি পাকা করে আমাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

আহমেদ আলী ও রবগুল হোসেন নামের দুই ব্যক্তি জানান “বয়স ৯০ বছর হয়ে গেছে, ৮ জন এমপি পার করেছি। কেউ আমাদের দেখেনি। এই রাস্তাটি নিয়ে বেচাকেনা হয়েছে শুধু। আমরা বার বার তাদের কাছে আবেদন করেছি। আমাদের আবেদন তাঁদের কাছে তুচ্ছই থেকেছে। এবার ভোট চাইতে আসলে তাদের সেই জবাব দেওয়া হবে।”

রমেলা খাতুন ও জাহানারা ভানু নামের দুজন নারী জানান, “রাস্তার কারণে রোগী হলে নিয়ে যেতে পারিনি। ভ্যান গাড়িও আসেনা। মাঠের আবাদ পানি তুলতে পারিনি। ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো যায়না। আমরা বৃদ্ধদের নিয়ে বড় সমস্যায় আছি। এই গ্রামের মেয়েদের শুধু রাস্তার কারণে বিয়ে পর্যন্ত হতে চাইনা।”

গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামে কেবলমমাত্র একটি রাস্তা না থাকায় প্রায় সহস্রাধিক মানুষ বছরের পর বছর ধরে এমন দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। কবে মিলবে আশ্বাসের বাইরে বাস্তব উন্নয়ন সেই প্রশ্নই এখন স্থানীয়দের।”

মেহেরপুরে সবজি-মুরগির দামে ওঠানামা, মাছের দাম স্থিতিশীল

মেহেরপুরের পাইকারি ও খুচরা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজি, মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। বর্ষার কারণে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম বেড়ে কেজি ২০ টাকায় উঠেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬ টাকা। পেঁয়াজ ও রসুনের দাম অপরিবর্তিত থেকে যথাক্রমে ৭০ ও ৮০ টাকায় রয়েছে। বেগুনও ৭০ টাকা কেজিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। আদার দাম স্থিতিশীল থেকে কেজি ১৬০ টাকা। তবে শশার দাম ৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির মধ্যে ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম বেড়ে ১৭০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৭৫ টাকায় নেমেছে এবং লেয়ার মুরগি কেজি ২৮৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

খুচরা বাজারে আলুর দাম কমে ২০ টাকায় নেমেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ২৩ টাকা। পেঁয়াজ ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০ টাকায়, রসুন ৮০ থেকে ৭০ টাকায়, কাঁচা মরিচ ২৪০ থেকে ১৮০ টাকায় নেমেছে। তবে শশার দাম ৬০ থেকে বেড়ে ৮০ টাকায় উঠেছে।

পটল ৫০ থেকে বেড়ে ৬০, ঢেঁড়স ৫০ থেকে কমে ৪০, কলা ৭০ থেকে কমে ৬০ এবং পেঁপে ২০ থেকে বেড়ে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আদার দাম ২০০ থেকে বেড়ে ২২০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির খুচরা বাজারে ব্রয়লার বেড়ে ১৯০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ৩০০ টাকায় এবং লেয়ার মুরগির দাম সামান্য কমে ৩১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাছের বাজারে রুই ২৫০, তেলাপিয়া ২২০, বাটা ২০০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ২০০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ৭০০, টেংরা ৮০০ এবং ইলিশ ৬০০-১২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ছাগল শুক্রবারে কেজি ১১০০ টাকা, অন্যদিনে ১০০০ টাকা এবং গরু সর্বদা ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি দোকানদার মহির বলেন, গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম এত বেশি যে ক্রেতারা আগের মতো আর বেশি কিনছেন না। আগে এক ক্রেতা যেখানে ৫০০ টাকার সবজি কিনতেন, এখন ৩০০ টাকার বেশি কিনছেন না। এতে আমাদের বিক্রিও কমে গেছে।

সবজি দোকানদার ফিরোজের বলেন, বর্ষার কারণে সবজি পচে যাচ্ছে, বাজারে মাল আসছে কম। চাহিদা বেশি কিন্তু সরবরাহ কম, তাই দামও বেড়েছে। আগে যেখানে এক ট্রাকে ৫০ বস্তা শাক-সবজি আসতো, এখন ২০-২৫ বস্তার বেশি আসে না।

সবজি দোকানদার মো: অনিক বলেন, বৃষ্টি এবং জিনিসপত্রের দাম বেশি হওয়ায় আশানুরূপ বেচা কেনা হচ্ছে না। অনেক সময় বৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম থেকে ট্রলি করে সবজি আনা যায় না, যার ফলে বাজারে পণ্যের সংকট দেখা দেয়।

মুরগি বিক্রেতা জরিহ বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে, কিন্তু সোনালী মুরগির দাম কমেছে। লেয়ার মুরগির দাম মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে দাম বাড়লে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হয়, কারণ ক্রেতারা কম কিনতে শুরু করেন।

ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন, সব পণ্যের দাম একসঙ্গে বেড়ে যাওয়ায় সংসারের খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

ক্রেতা সোহেল বলেন, আগে ৫০০ টাকায় বাজার করলে ৩-৪ দিন চলে যেতো। এখন ৫০০ টাকায় একদিনেরও বাজার হয় না। সবকিছুর দামই বেড়েছে। বাচ্চাদের জন্য ফল কিনতে গেলে পকেট খালি হয়ে যায়।

ক্রেতা নজমুল বলেন, সবকিছুর দাম এত বেড়েছে যে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। গতকাল যে পেঁয়াজ ৮০ টাকায় কিনলাম, আজ সেটা ৭০ টাকা। এই ওঠানামা আমাদের জন্য খুব কষ্টের।

তহ বাজারের সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে সবজির উৎপাদন কমে যাওয়ায় আমদানি কমেছে। তবে আজ থেকেই দাম কমতে শুরু করেছে। আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে দাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

তিনি আরও জানান, আজ লালশাক পাইকারিতে ৩৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে, খুচরায় ৫০ টাকায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একই লালশাক ২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

গাংনীতে নির্বাচনী হাওয়া: একাধিক প্রার্থী বিএনপিতে, জামায়াতের একক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার—প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার—প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের—১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর—২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর—২ (গাংনী): গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর—২ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৪ নম্বর আসন এটি। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৯ জন। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। গ্রামে গ্রামে

গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, ৩১ দফার লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারা পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করছেন।

জামায়াতে ইসলামী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদাকে এ আসনে প্রার্থী ঘোষনা করা হয়েছে। তিনিও পুরোদমে ভোটের প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নেতাকমীর্দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহমেদকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তিনি ৫ আগষ্ট এর পর থেকে তাঁকে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী শাষনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টু, এনডিএম এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাবেদুর রহমান সেন্টুকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। জনগণের ম্যাণ্ডেটের উপর আস্থাশীল। সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে বিএনপি সরকারও পরিচালনা করেছে। একটি বড় দলের অসংখ্য নেতাকমীর্র নিবার্চনে আগ্রহ থাকাই যৌক্তিক। দল যাকে জনগণের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে সেই মনোনয়ন পাবে। আমি ২০১৮ সালে মনোনয়ন পেয়েছিলাম। আমি এবার মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদি। তারপরও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তিনি যাকে মনোনয়ন দেবেন তার হয়েই আমরা নির্বাচনে মাঠে নামবো।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি অনেক বড় দল। এই দল থেকে অনেকেই প্রার্থীতা চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমিও মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমি ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনিত খুলনা বিভাগে বিএনপির বিজয়ী ২টি সিটের মধ্যে গাংনীতে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গাংনীর মানুষ আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছিল। তারপর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গাংনীর মানুষকে সাথে নিয়েই আছি। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার বিশ্বাস মানুষ আবারও সে আস্থায় আমাকে নির্বাচিত করবেন।